(1) অন্নংভট্টের ব্যাপ্তি গ্রহ গুলি আলোচনা কর?

অথবা

ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় গুলি আলোচনা কর?

ব্যাপ্তি জ্ঞান অনুমিতির অপরিহার্য শর্ত, ব্যাপ্তি জ্ঞান না হলে অনুমিতি হয় না, ব্যাপ্তির লক্ষণে অন্নংভট্ট তার তর্কসংগ্রহে বলেছেন "যত্র ধূম তত্র অগ্নি ইতি সাহচর্য নিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ এখানে ধূম বলতে হেতু, অগ্নি বলতে সাধ্য কে বোঝানো হয়েছে, সুতরাং ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় হেতু ও সাধ্যের নিয়ত বা নিয়মিত সহচর বা সহ অবস্থানের সম্বন্ধই হল ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় / ব্যাপ্তি গ্রহ

ব্যাপ্তি জ্ঞান অনুমানের ভিত্তি হলে এই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কত গুলি উপায় বা পদ্ধতি রয়েছে সেই গুলি হল—

(1) অন্বয়
(2) ব্যতিরেক
(3) ব্যভিচারাগ্রহ
(4) উপাধি নিরাস
(5) তর্ক
(6) সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ

অন্বয়

অন্বয় কথার অর্থ হল সাহচর্য বা উপস্থিতি, যখন আমরা দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তখন তাকেই বলা হয় অন্বয়।

যেমন— পাকশালা এখানে ধূম ও অগ্নিকে

২। ব্যতিরেক — ব্যতিরেক কথার অর্থ হল বৈসাদৃশ্য বা অনুপস্থিত। যখন আমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে একের অনুপস্থিত লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করি তখন তাকেই বলা হয় ব্যতিরেক।

যেমন — যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূম নেই।

যেমন- নদী।

③ ব্যভিচারাগ্রহ

ব্যভিচারাগ্রহ কথার অর্থ হল বিপরীত বা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত — যখন আমরা এমন কোনো বিপরীত দৃষ্টান্ত খোঁজার চেষ্টা করি যেখানে একটি উপস্থিত আছে অথচ অপরটি উপস্থিত নেই, তখন তাদের সম্পর্ক হল ব্যভিচারাগ্রহ।

যেমন— বহ্নি আছে অথচ ধূম নেই — গ্যাস ওভেন

④ উপাধি নিরাস

উপাধি কথার অর্থ হল শর্ত, অর্থাৎ উপাধি নিরাস কথার অর্থ হল- শর্ত না থাকা, যাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে তাদের মধ্যে কোনো শর্ত থাকা চলবে না। যেমন —

ধূম ও বহ্নি এর মধ্যে সম্বন্ধ শর্তহীন তাই তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক রয়েছে।

তর্ক — তর্কের মাধ্যমেও ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়। মূল বিষয়ের বিরুদ্ধ বচনকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য এবং মূল বিষয়কে সত্য প্রমাণের জন্য যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তাকেই বলা হয় তর্ক, তর্কের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে দুটি বিষয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

2024/11/16 12:05

সামান্য লক্ষণা প্রত্যক্ষ

এমন আমরা কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার পর সকল বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তখন তাকেই বলা হয় সামান্য লক্ষণা প্রত্যক্ষ, গৃহীত ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই পদ্ধতি।

অন্যান্যভাবে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায়গুলি পদ্ধতি গুলির দ্বারাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে উক্ত পদ্ধতি গুলিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

2. হেতু কী; সৎ হেতুর বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর?

ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে যা পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু দ্বারা গঠিত হয় তাকেই অনুমিতি বলে, যে হেতুতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষ এই পাঁচটি ধর্ম উপস্থিত থাকে তাকেই সৎ হেতু বা লিঙ্গ বলা হয়।

সৎ হেতুর বৈশিষ্ট্য

পক্ষসত্ত্ব :- হেতু ধর্মের, পক্ষ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকে বলে পক্ষসত্ত্ব।

যেমন — পর্বত বহ্নিমান
যেহেতু পর্বত ধূমবান
যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি।

ব্যাখ্যা :- এখানে ধূম হচ্ছে হেতু, এবং পর্বত হল পক্ষ, এখানে পক্ষ পর্বতের সঙ্গে হেতু ধূমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, তাই বলা যায় হেতু

ধূমে পক্ষ সত্ত্ব আছে। সাধ্য - বহ্নি, হেতু - ধূম

সপক্ষ সত্ত্ব

যে যে পদার্থে সাধ্য উপস্থিত থাকে সেই সেই পদার্থে হেতুর নিশ্চিত উপস্থিতি হচ্ছে সপক্ষ সত্ত্ব। অর্থাৎ সপক্ষে হেতুর উপস্থিতি হচ্ছে সপক্ষ সত্ত্ব।

যেমন → ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে পাকশালা হচ্ছে সপক্ষ, কেননা আমরা নিশ্চিত জানি যে ওই সব স্থানে বহ্নি ও ধূম উপস্থিত থাকে, কাজেই পাকশালা পক্ষে হেতু ধূমের সপক্ষ সত্ত্ব আছে।

বিপক্ষ সত্ত্ব

বিপক্ষে হেতুর না থাকা হচ্ছে বিপক্ষা সত্ত্বা। অনুমানের সাধ্যটি যে সব স্থানে নেই বলে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি, সেই সব স্থানে বা অধিকরণে হচ্ছে বিপক্ষ।

যেমন → ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে, আমরা নিশ্চিত জানি যে সমুদ্রে, নদীতে বহ্নি ও ধূম থাকে না, কাজেই সমুদ্র, নদী প্রভৃতি জলাশয় হেতু ও ধূমের বিপক্ষা সত্ত্ব।

অবাধিত তত্ত্ব

অনুমান অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা হেতুর খণ্ডিত হওয়া হচ্ছে বাধিত হওয়া, আর অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা হেতুর খণ্ডিত না হওয়া হচ্ছে অবাধিত হওয়া বা অবাধিত তত্ত্ব।

যেমন → বহ্নি শীতল নয়, উষ্ণ।

অসৎ প্রতিপক্ষ

কোনো প্রতিপক্ষ না থাকাই হল অসৎ প্রতিপক্ষ। যে হেতুর কোনো প্রতিপক্ষ থাকে না, তাকে বলে অসৎ প্রতিপক্ষ হেতু বা লিঙ্গ।

POCO
PRO KAKOLI

যেমন ⟶ ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ধূমের কোনো প্রতিপক্ষ না থাকায় হেতুর মধ্যে অসৎ প্রতিপক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

কোনো অনুমিতির হেতুর এই সব ধর্ম থাকলে তবেই তাকে সৎ হেতু বলা যাবে। হেতু সৎ না হলে অনুমিতি বৈধ হবে না। এবং হেত্বাভাস যাচিত দোষে দুষ্ট হবে।

৩। হেতু বা লিঙ্গ কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

লিঙ্গ হল হেতু অর্থাৎ অনুমানের হেতু। প্রাচীনদের মতে অনুমানের হেতু বা লিঙ্গ হল অনুমিতির কারণ। অন্নংভট্ট দীপিকাতে আবার বলেন অনুমিতির পরামর্শ জ্ঞানই হল লিঙ্গ। অর্থাৎ লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির কারণ।

লিঙ্গের প্রকারভেদ

Internal

লিঙ্গ তিন প্রকারের হয় — ① অন্বয় ব্যতিরেকী লিঙ্গ
② কেবলান্বয়ী লিঙ্গ
③ কেবল ব্যতিরেকী লিঙ্গ।

অন্বয় ব্যতিরেকী লিঙ্গ

অন্বয় ব্যতিরেকী লিঙ্গ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বলেছেন — "অন্বয়েন ব্যতিরেকেণচ ব্যাপ্তিমদ অন্বয় ব্যতিরেকী।" অর্থাৎ অন্বয় সহচার ও ব্যতিরেক সহচারের দ্বারা যে লিঙ্গ বা হেতুতে অন্বয় ব্যাপ্তি বা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় তাই লিঙ্গ বা হেতুকেই অন্বয় ব্যতিরেকী লিঙ্গ ব...

অন্বয় ব্যাপ্তি সাদৃশ্য — ব্যতিরেক ব্যাপ্তি (বৈসাদৃশ্য)

যা ধূমবান তাই বহ্নিমান — যার বহ্নির অভাব বিশিষ্ট তাই ধূমের অভাব বিশিষ্ট

যথা — পাকশালা। — যথা — জলহ্রদ।

পর্বতটি ধূমবান — পর্বতটি ধূমবান নয়

∴ পর্বতটি বহ্নিমান। — ∴ পর্বতটি বহ্নিমানও নয়

কেবলান্বয়ী লিঙ্গ

কেবলান্বয়ী লিঙ্গ বা হেতু প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন — "অন্বয় মাত্র ব্যাপ্তিকাংতঃ কেবলান্বয়ী"।

অর্থাৎ কেবল অন্বয় সহচারের দ্বারা যে লিঙ্গ বা হেতুতে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা হয় সেই লিঙ্গ কেই বলে কেবলান্বয়ী লিঙ্গ বা হেতু।

যেমন — ঘট অভিধেয়,
যেহেতু ঘট প্রমেয়ত্ব আছে,
যেখানেই প্রমেয়ত্ব সেখানেই অভিধেয়ত্ব।

কেবল ব্যতিরেকি লিঙ্গ

কেবল ব্যতিরেকি লিঙ্গ বা হেতু প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন —
"ব্যতিরেক মাত্র ব্যাপ্তিকাংতঃ কেবল ব্যতিরেকী"

অর্থাৎ যে হেতু বা লিঙ্গ কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকে, অন্বয় ব্যাপ্তি থাকে না, তাকেই বলে কেবল ব্যতিরেকি লিঙ্গ বা হেতু।

যেমন — ① পৃথিবী তে ইতর ভেদ আছে, অর্থাৎ পৃথিবী অন্য সব পদার্থ থেকে ভিন্ন।
② যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধ আছে,
③ যা ইতর ভেদ বিশিষ্ট নয় তা গন্ধবান নয়
যথা — জল।

৫. হেত্বাভাস কাকে বলে? হেত্বাভাস কয় প্রকার ও কী কী? বিভিন্ন হেত্বাভাস আলোচনা কর? 5

হেত্বাভাস শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে, প্রথম অর্থটি হল হেতুর দোষ এবং দ্বিতীয় অর্থটি হল দুষ্ট হেতু. হেত্বাভাস কে যারা প্রথম অর্থে হেতুর দোষ অর্থে গ্রহণ করেন তাদের মতে — "হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ"।

অর্থাৎ যা প্রকৃত হেতু নয় হেতুর আভাস মাত্র তাই হল — হেত্বাভাস।

হেত্বাভাসের লক্ষণ

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে হেত্বাভাসের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন — "অনুমিতি প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞান বিষয়ত্বং হেত্বাভাসত্বম্"।

এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় সেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে বলা হয় হেত্বাভাস।

হেত্বাভাসের প্রকার ভেদ

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকারের যথা —

① সব্যভিচারী হেত্বাভাস
② বিরুদ্ধ হেত্বাভাস
③ সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস
④ অসিদ্ধ হেত্বাভাস
⑤ বাধিত হেত্বাভাস।

সব্যভিচারী হেত্বাভাস

যে হেতু কোনো একটি পক্ষে অব্যভিচারী রূপে থাকেনা অন্য পক্ষে ব্যভিচারী রূপে থাকে তাকেই বলে সব্যভিচারী হেতু বলে।

2024/11/16 12

এই হেতু থেকে যখন অনুমান অসিদ্ধান্ত কোনো হেত্বাভাস ঘটে থাকে তখন তাকে সব্যভিচারী হেত্বাভাস বলে।

যেমন— যা বহ্নিমান তাই ধীমান,
পর্বত বহ্নিমান
∴ পর্বত ধূমবান,

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস

কোনো সাধ্য সাধনের জন্য যদি এমন কোনো হেতুর প্রয়োগ করা হয়, যে হেতুটির সাধ্যের ব্যাপ্য হওয়ার পরিবর্তে সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্য হয়, তাহলে সেই দুষ্ট হেতুকে বলা হয় বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বা হেতু।

যেমন — শব্দ নিত্য
যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস

যে অনুমিতিতে সাধ্য সাধক হেতু প্রয়োগের মতো সাধ্যের অভাব সাধক অন্য কোনো হেতুর প্রয়োগ হয় সেখানে হেতুতে যে দোষ ঘটে তাকেই সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস বলে।

যেমন — শব্দ নিত্য
যেহেতু তার শ্রবণত্ব আছে,

অসিদ্ধ হেত্বাভাস

উপস্থিতি সিদ্ধ না হয়ে—
যে হেতুতে সাধ্য বিষয়ের অসিদ্ধ বা সাধ্যসম কল্পিত হয় সেই হেতুকে থেকে যে দোষ ঘটে তাকে হেতু বলা হয়। এই হেতু থেকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে।

যেমন — আকাশপদ্ম পদার্থ যেহেতু আকাশ
শব্দ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য,

বাধিত হেত্বাভাস

যে অনুমিতির পক্ষে সাধ্যের অভাব অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয় তখন সেই অনুমিতির হেতুকে বলে বাধিত হেতু। এই হেতু থেকে যে দোষ ঘটে তাকে বাধিত হেত্বাভাস বলে। যেমন— বহ্নি অ...

যেমন —— ধূমবান অনুমান।

6. সব্যভিচারি হেত্বাভাস কাকে বলে? তার শ্রেণী বিভাগ আলোচনা কর? Internal — 6

যে হেতু কোনো এক পক্ষে অব্যভিচারি রূপে থাকে না, উভয় পক্ষে ব্যভিচারি রূপে থাকে, তাকেই সব্যভিচারি হেতু বলে। এই হেতুর থেকে যখন অনুমান সংক্রান্ত কোনো হেত্বাভাস ঘটে থাকে তখন তাকে সব্যভিচারি হেত্বাভাস বলে।

যেমন —— যা বহ্নিমান তাই ধূমবান।
পর্বত বহ্নিমান।
∴ পর্বত ধূমবান।

শ্রেণীবিভাগ

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে তিন প্রকার সব্যভিচারি হেতুর উল্লেখ করেছেন যথা —

① সাধারণ সব্যভিচারি হেতু
② অসাধারণ সব্যভিচারি হেতু
③ অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস।

সাধারণ সব্যভিচারি হেতু

সাধারণ সব্যভিচারি হেতুর লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন — "সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি" অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর বর্তমান তাই হল সাধারণ সব্যভিচার। হেতুর লক্ষণ ব্যাপ্তির নিয়ম হল - যে অধিকরণে সাধ্যের অভাব থাকে সেই অধিকরণে হেতুর বৃত্তি হেতুর ও অভাব থাকে, এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তি থাকলে, হেতুটি সাধারণ সব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয়। যেমন — বহ্নিকে হেতু এবং ধূমকে সাধ্য ধরে পর্বতে বহ্নি দেখে অনুমান করি ধূম আছে এমন অনুমিতির ক্ষেত্রে হেতু বহ্নি হয় ~~সাধ্যাভাববতে~~ সাধারণ সব্যভিচার।

2024/11/16

উদাহরণ — অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে সাধারণ অনৈকান্তিক হেতুর উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেছেন —

পর্বতঃ অগ্নিমান প্রমেয়ত্বাৎ

অর্থাৎ, পর্বত বহ্নিমান।
যেহেতু (পর্বত) প্রমেয়

[যা কিছু প্রমেয়, তাই বহ্নিমান, যথা — রান্নাঘর]

অসাধারণ অনৈকান্তিক হেতু

অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নং ভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন — "সর্বসপক্ষ বিপক্ষ ব্যাবৃত্তঃ পক্ষমাত্র বৃত্তিঃ অসাধারণঃ"। অর্থাৎ যে হেতু কোনো সপক্ষে থাকে না, কোনো বিপক্ষেও থাকে না, কেবলমাত্র পক্ষে থাকে, সেই হেতুকে বলা হয় অসাধারণ অনৈকান্তিক। সপক্ষ হল সেই সব পদার্থ যেখানে নিশ্চিত ভাবে সাধ্যের অবস্থান, আর পক্ষ হচ্ছে সেই সব পদার্থ যেখানে সাধ্যটি সন্দেহযুক্ত থেকে হয় প্রমাণের বিষয়। এই প্রকারের অর্থাৎ, হেত্বাভাসে হেতুর ব্যাপকতা নেই, কারণ হয় যে, হেতু কেবল মাত্র পক্ষতেই একটি বিশেষ ধর্ম রূপে অবস্থান করে।

যেমন — শব্দ নিত্য,
যেহেতু শব্দে শব্দত্ব আছে,
[যেখানে শব্দত্ব, সেখানেই নিত্যত্ব]

অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস

অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নং ভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন — "অন্বয় ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত রহিত অনুপসংহারী" অর্থাৎ যে হেতুর কোনো অন্বয় দৃষ্টান্ত থাকে না, ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও থাকে না, সেই হেতুকে বলে অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেতু।

অর্থাৎ, সব অনিত্য
যেহেতু সব প্রমেয়
[যা কিছু প্রমেয় তাই অনিত্য]

POCO M2 PRO KAKOLI 2024/11/16 12:05

৭। অসিদ্ধ হেত্বাভাস কাকে বলে? এর প্রকারভেদ আলোচনা করঃ Inter 2016

হেতুকে সিদ্ধ হতে হবে, ধূমকে হেতু এবং বহ্নিকে সাধ্য ধরিলে হেতু ধূম হবে সিদ্ধ, কেননা যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি থাকে এবং যেখানে বহ্নি থাকে না সেখানে ধূমও থাকে না, এটি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু যে হেতুতে সাধ্য বস্তুর উপস্থিতি সিদ্ধ না হয়ে কল্পিত হয়, সেই হেতুকে অসিদ্ধ বা সাধ্যসম হেতু বলে, এই হেতু থেকে যে দোষ হয় তাকেই অসিদ্ধ বা সাধ্যসম হেত্বাভাস বলে।

প্রকারভেদ

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার যথা—

① আশ্রয় সিদ্ধ হেত্বাভাস
② স্বরূপ সিদ্ধ হেত্বাভাস
③ ব্যাপ্যতা সিদ্ধ হেত্বাভাস

আশ্রয় সিদ্ধ হেত্বাভাস

হেতুর আশ্রয় যে পক্ষ তার যদি অস্তিত্ব না থাকে অর্থাৎ পক্ষটি যদি কাল্পনিক হয় তাহলে সেই হেতুকে বলে আশ্রয় সিদ্ধ হেত্বাভাস,

যেমন— মনিময় পর্বত বহ্নিমান
যেহেতু মনিময় পর্বত ধূমবান

এখানে ধূম হেতু, মনিময় পক্ষ পর্বতে আশ্রিত হতে পারে না। কেননা রত্ন-মোতিতে পর্বত, এক কাল্পনিক বিষয় যা অপ্রমাণিত। অর্থাৎ অসিদ্ধ।

স্বরূপ সিদ্ধ হেত্বাভাস

যে হেতুর অভাব পক্ষে থাকে অর্থাৎ যে হেতু বাস্তবিক পক্ষে কখনো পক্ষে অবস্থান করে না, সেই হেতুকে বলে স্বরূপ সিদ্ধ হেতু। এই হেতু থেকে যদি কোনো দোষ নির্গত হয় [illegible]

সিদ্ধা হেত্বাভাস বলে,

যেমন — শব্দ গুণ পদার্থ

যেহেতু শব্দ চক্ষু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য

এখানে হেতু চক্ষু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা পক্ষ শব্দে আশ্রিত নয়, তাই এখানে পক্ষ শব্দে হেতু চক্ষু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ~~বাস্তব~~ বাস্তবত অসিদ্ধ। তাই এখানে স্বরূপ সিদ্ধা।

ব্যাপ্যতা সিদ্ধা হেত্বাভাস

যে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ উপাধি নির্ভর অর্থাৎ যে হেতুর সাথে সাধ্যের সম্পর্ক নিশ্চিত নয় তাই হেতুকে বলে ব্যাপ্যতা সিদ্ধা হেতু, এই হেতু থেকে যে দোষ নির্গত হয় তাকেই ব্যাপ্যতা সিদ্ধা হেত্বাভাস বলে।

যেমন — পর্বত ধূমবান

যেহেতু পর্বত বহ্নিমান

এখানে বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ উপাধি নির্ভর হওয়ায় জন্য তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় কিন্তু তা শর্ত নির্ভর, তাই এখানে ব্যাপ্যতা সিদ্ধা হেত্বাভাস ঘটেছে।

POCO
M2PRO KAKOL
2024/11/16 12:05

৪। উপাধি কী? উপাধির শ্রেণী বিভাগ কর;

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে উপাধির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন — "সাধ্য ব্যাপকত্বে সতি সাধন-অব্যাপকত্বম্"।

অর্থাৎ যা সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু সাধন বা হেতুর অব্যাপক হয়, তাকেই উপাধি বলে।

অর্থাৎ যে ধর্মটি সাধ্যের ব্যাপক রূপে, যেখানেই সাধ্য থাকে সেখানেই তা উপস্থিত থাকে, কিন্তু সাধন বা হেতুর অব্যাপক রূপে যেখানে সাধন বা হেতু থাকে সেখানে সর্বত্রই উপস্থিত থাকে না। সেই ধর্মকে বলা হয় উপাধি।

প্রকারভেদ

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে উপাধিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন সেগুলি হল —

(১) কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধি

(২) পক্ষ ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি,

(৩) সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি

(৪) উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি।

(১) কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধি।

যে উপাধি "কেবল" রূপে অর্থাৎ অবিশেষিত রূপে সাধ্যের ব্যাপক হয়, অন্নংভট্ট তাকে

কেবল সাধ্য

অন্নংভট্ট তাই — ~~দীপী~~ দীপিকাতে বলেছেন —
"সংশ্লিষ্ট সংযোগ" উপাধির উল্লেখ করেছেন,

যেমন ⟶ পর্বতটি ধূমবান

যেহেতু বহ্নি আছে,

অর্থাৎ যেখানেই বহ্নি, সেখানেই ধূম থাকে,

পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্য ব্যাপক উপাধি

অন্নংভ দীপিকাতে বলেছেন — "বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষ-স্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ" যে উপাধি পক্ষের একটি ধর্ম দ্বারা বিশেষিত সাধ্যের ব্যাপক হয়, কিন্তু হেতুর অব্যাপক হয় তাকে বলে পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্য ব্যাপক উপাধি,

যেমন — বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়,

যেহেতু প্রত্যক্ষযোগ্য স্পর্শ গুণের আশ্রয়-

অর্থাৎ যা কিছু একটি প্রত্যক্ষযোগ্য স্পর্শ গুণের আশ্রয়, তাই প্রত্যক্ষ হয়,

③ সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্য ব্যাপক উপাধি-

যে উপাধি হেতুর দ্বারা বিশেষিত সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু হেতুর অব্যাপক হয় তাকে সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্য ব্যাপক উপাধি বলা হয়,

অন্নংভট্ট দীপিকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছেন
"প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাৎ"
প্রাগভাব বিনাশী,

৩) পরার্থানুমান কাকে বলে? পরার্থানুমানের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা কর; — পঞ্চ অবয়বী ন্যায় কী?

তর্ক সংগ্রহে অন্নং ভট্ট পঞ্চ অবয়বী গঠন প্রণালী বর্ণনা করেছেন, তবে গঠন প্রণালী আলোচনা পূর্বে পরার্থানুমানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পরার্থানুমান

অন্নং ভট্ট তার তর্ক সংগ্রহে বলেছেন যে অনুমান অপরের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়, অর্থাৎ নিজের জ্ঞানকে অপরের কাছে প্রকাশের জন্য যে অনুমান গঠিত হয় তাকেই বলা হয় পরার্থানুমান। এই পরার্থানুমান পাঁচটি অবয়ব দ্বারা গঠিত হয় তাই পরার্থানুমানের অপর নাম পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়। নিম্নে পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের বর্ণনা দেওয়া হল —

পঞ্চ অবয়ব সমূহ

পরার্থানুমানের ৫ পাঁচটি অবয়ব হল —

① প্রতিজ্ঞা ② হেতু ③ উদাহরণ
④ উপনয়ন ⑤ নিগমন বা সিদ্ধান্ত.

প্রতিজ্ঞা

অন্নং ভট্ট তর্ক সংগ্রহে বলেছেন — "সাধ্য বত্তয়া পক্ষ: বচনং প্রতিজ্ঞা" অর্থাৎ সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষের প্রতিপাদক বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা, বক্তার মনে যে জ্ঞানের উদয় হয় প্রতিজ্ঞা বাক্যে তিনি সেটাই অপরের কাছে উপস্থিত করেন.

উদাহরণ — পর্বত বহ্নিমান

অর্থাৎ পর্বতটি বহ্নিমান

[এখানে পর্বতস্থলে আছে বহ্নি আছে]

হেতু

"লিঙ্গ প্রতিপাদকং বচনং হেতুঃ"

অর্থাৎ লিঙ্গের বা হেতুর প্রতিপাদক বাক্যের নাম হেতু বাক্য, যেহেতু বক্তার কাছে প্রতিজ্ঞা বাক্যটি প্রমাণিত হলেও শ্রোতার কাছে তা প্রতিষ্ঠিত নয়, শ্রোতার কাছে তা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বাক্য প্রতিপাদন করা হয় তাকেই হেতু বাক্য বলে।

উদাহরণ "ধূমবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ যেহেতু পর্বতটি ধূমবান।

উদাহরণ

"ব্যাপ্তি প্রতিপাদকং বচনং উদাহরণম্"

হেতুর অঙ্গে সাধ্য অথবা সাধ্যের অভাবের অঙ্গে হেতুর অভাবের ব্যাপ্তি প্রতিপাদক বাক্য হল উদাহরণ বাক্য।

ব্যাপ্তি যখন বক্তার কাছে কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্যে ও শ্রোতার প্রমাণিত না হয় তখন ব্যাপ্তি যে ক্ষেত্রে উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ করে।

যেমন — মহানসম্।

অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে।

⑩ লক্ষণা কাকে বলে ; লক্ষণার প্রকার ভেদ আলোচনা,

পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ কে বৃত্তি বলে, পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ রূপ বৃত্তি দুই প্রকার — (i) শক্তি
(ii) লক্ষণা

তাই বলা যায় শক্তির মতো লক্ষণাও পদের এক প্রকার বৃত্তি। অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন —

" শক্য সম্বন্ধ লক্ষণা।"

অর্থাৎ শক্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত অর্থকে বলা হয় লক্ষণা। অর্থাৎ শক্যের সম্বন্ধই লক্ষণা নামে পরিচিত,

লক্ষণার প্রকার ভেদ

অন্নংভট্ট দীপিকাতে তিন প্রকার লক্ষণার উল্লেখ করেছেন যথা — (i) জহৎ লক্ষণা
(ii) অজহৎ লক্ষণা
(iii) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা,

জহৎ লক্ষণা

জহৎ লক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন — " যত্র বাচ্যার্থের অন্বয়াভাব: তত্র জহৎ লক্ষণা" — অর্থাৎ যেখানে ও বাচ্যার্থের সঙ্গে বাক্যের অন্য পদের অন্বয় সম্ভব হয় না সেখানে জহৎ লক্ষণা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্নংভট্ট — " মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" এই বাক্যটি উল্লেখ করেছেন, এই বাক্যে মঞ্চা শব্দের অর্থ হল — রাগ পূর্বক চিৎকার করা। মঞ্চ এক প্রাণহীন জড় পদার্থ যা কখনো চিৎকার করতে পারে না। অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনো অন্বয় বা মিল নেই তাই এখানে জহৎ লক্ষণা হয়েছে,

POCO
M2 PRO KAKOLI

অজহৎ লক্ষণা

অজহৎ লক্ষণা প্রসঙ্গে আচার্য্য ভট্ট, দীপিকাতে বলেছেন —

"বাচ্যার্থস্যাপি অন্বয়ঃ তত্র অজহৎলক্ষণা"

অর্থাৎ যেখানে পদের বাচ্যার্থের সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় সম্বন্ধ হয়, সেখানে অজহৎ লক্ষণা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যেখানে পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ উভয় কিছু অর্থ গৃহীত হয় সেখানে অজহৎ লক্ষণা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্নংভট্ট "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" বাক্যটি উল্লেখ করেছেন, ছত্রিণো কথার অর্থ ছত্রধারী ব্যক্তি, গচ্ছন্তি কথার অর্থ হল গমন করা বা যাওয়া। এখানে দুই দুই পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ উভয়ের মধ্যে অন্বয় বা মিল রয়েছে, তাই এখানে অজহৎ লক্ষণা হয়েছে।

জহৎ অজহৎ লক্ষণা

জহৎ-অজহৎ লক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন — "যত্র বাচ্যৈক-দেশত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ তত্র জহৎ ~~অজহৎ~~ জহতীতি"।

অর্থাৎ যেখানে এক বাচ্যার্থ বা অংশার্থের সঙ্গে অন্য বাচ্যার্থ বা অংশার্থের অন্বয় বা মিল সম্ভব না হওয়ায় বাচ্যার্থ দুটির এক অংশ গ্রহণ ও অন্য অংশ বর্জন করতে হয়। সেখানে জহৎ অজহৎ লক্ষণা হয়।

যেমন — "তত্ - ত্বম্ - অসি"

বাক্যটি উল্লেখ করে অন্নংভট্ট বলেছেন - 'তত্' কথার অর্থ - তুমি, 'ত্বম' কথার অর্থ - সেই, এবং 'অসি' কথার অর্থ - আছিস। অর্থাৎ তুমি এবং সেই, অর্থাৎ পরম চৈতন্য আছিস। এখানে দুটি বাচ্যার্থের মধ্যে মিল সম্পাদন করার জন্য অন্য একটি অংশ ত্যাগ করা হয়েছে, তাই এখানে জহৎ লক্ষণা হয়েছে।